পোর্ট ক্যানিং: একটি অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাস (১৮৫৩-১৯৪৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা সারাংশ

গবেষক

মুরারী মোহন মিস্ত্রী

নিবন্ধন সংখ্যা- **A00HI1100117**

বর্ষ-২০১৭

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

পোর্ট ক্যানিং: একটি অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাস (১৮৫৩-১৯৪৭)

পোর্ট ক্যানিং পশ্চিমবঙ্গের সর্বদক্ষিণে নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত জলা-জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবনের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরন্যাঞ্চল সুন্দরবন, যেখানে দিনে রাতে বিচরণ করে পৃথিবী বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এহেন সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত ক্যানিং, পূর্বে পোর্ট ক্যানিং নামে সমধিক পরিচিত ছিল। তবে এরও আগে এই অঞ্চল মাতলা নামে ইতিহাসের সাক্ষী বহন করত। বর্তমানের ক্যানিং অঞ্চলটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একটি অনুন্নত মহকুমা। এর অধীনে আছে চারটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক ক্যানিং ১, ক্যানিং ২, বাসন্তী এবং গোসাবা। স্বাধীনতার পূর্বে পোর্ট ক্যানিং তৈরীর সূত্র ধরে বহুমুখী বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল এই অঞ্চলে। এই-সময় বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আগমনে জনপূর্ণ হয়ে উঠেছিল অঞ্চলটি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে আগত এইসব মানুষগুলি শুধুমাত্র ক্যানিং নয় এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও বসতি স্থাপন করেছিল। এই-সময়কালের মধ্যে ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন নামক একজন স্কটিশ সমাজ-সংস্কারক জল-জঙ্গল ঘেরা দ্বীপ গোসাবাতে গড়ে তুলেছিল তাঁর স্বপ্নের আবাদ। সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ স্যার হ্যামিল্টন বিভিন্ন সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে গোসাবার বুকে এনেছিল সমৃদ্ধির আলো। গোসাবার মানুষকে দিয়েছিল স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ। এই স্বায়ত্তশাসনপিপাসু মানুষগুলিই পরবর্তীতে দিয়েছিল তেভাগার ডাক, যেটি ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় গঠনের পথকে সুগম করেছিল।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে গবেষণা নিবন্ধ হিসাবে "পোর্ট ক্যানিং: একটি অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাস (১৮৫৩-১৯৪৭)" বিষয়টিকে নির্বাচন করার পিছনে যুক্তি কি বা উদ্দেশ্য কি? কেনই বা আমি এই অঞ্চল এবং এই-সময় কালকে বেছে নিয়েছি? ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে

দীর্ঘদিন ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে পঠন-পাঠনের সাথে যুক্ত থাকায় এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, প্রতিটি অঞ্চলের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আছে, আছে তাদের ইতিহাস। এদের সব কয়টিকে চিনতে বা জানতে না পারলে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বা তার বৈচিত্রকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই ভারতীয় ইতিহাস গবেষণায় অতি সম্প্রতি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা একটি স্বতন্ত্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। আর এই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার মহাযজ্ঞে নিজেকে সামিল করে জন্মসূত্রে যে অঞ্চলে বসবাস করে আসছি সেই জন্মাঞ্চলকে আমার গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়ে একজন দায়িত্ববান নাগরিকের কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছি। এছাড়া কেমন করে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে থেকে একটি অঞ্চল নতুনভাবে বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল, যেটি পরবর্তীতে তেভাগা নামক কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে ভাগচাষি কৃষককে স্বাধিকার অর্জনের লড়াইয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তুলেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের তাগিদ আমাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছে।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধানে গবেষণার সময়কালের মধ্যে যেসব ইংরেজি ও বাংলা সহায়ক গ্রন্থ পঠন-পাঠনের সুযোগ পেয়েছি বা সাহায্য নিয়েছি সেগুলির বিষয়ে একবার আলোকপাত করে নেওয়া প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে প্রথমে ইংরেজি এবং পরে বাংলা গ্রন্থগুলিকে বিশ্লেষণ করেছি। ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে ১৯৭৯ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত A. R. Desai সম্পাদিত 'Peasant Struggles in India' গ্রন্থে প্রকাশিত Ashim Mukhopadhyay-এর 'Peasant of the Parganas' এবং Krishna Kanta Sarkar-এর 'Kakdwip Tebhaga Movement' প্রবন্ধ দুটি কাকদ্বীপ ও চব্বিশ পরগনায় সংঘটিত তেভাগার সামগ্রিক চিত্রটিকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া এইসব প্রবন্ধগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের তরফে তেভাগা আন্দোলনের সক্রিয় মাঝারি স্তরের মধ্যবিত্ত কর্মী

ও তৃণমূল স্তরের কৃষক কর্মীদের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৮৮ সালে কে. পি. বাগচি থেকে প্রকাশিত Adrienne Cooper-এর 'Sharecropping and Sharecropper's Struggles in Bengal 1930-1950' গ্রন্থটি ঔপনিবেশিক বাংলায় ভাগচাষি ব্যবস্থার উৎপত্তির পাশাপাশি তেভাগা আন্দোলনের ক্রমিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তেভাগা আন্দোলনে কৃষক সভার ভূমিকাটিও খুব ভালো ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯৮৯ সালে বুক ল্যান্ড থেকে প্রকাশিত A. K. Mandal এবং R. K. Ghosh-এর লেখা 'Sundarban: A Socio Bio-ecological Study' গ্রন্থ, ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তাকালয় থেকে প্রকাশিত Rathindra Nath De-এর লেখা 'The Sundarbans' গ্রন্থ এবং ১৯৯৮ সালে কনসেপ্ট পাবলিশিং কোম্পানি থেকে প্রকাশিত Anuradha Banerjee-এর লেখা 'Environment, Population and Human Settlement of Sundarban Delta' গ্রন্থগুলি সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিবেশ, জনবসতির উৎপত্তি, শহর ও গ্রামের জনবিন্যাস ও তাদের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছে। রত্না প্রকাশন থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'The Tebhaga Movement in Kakdwip'। Rabindra Nath Mondal কর্তৃক লিখিত এই গ্রন্থে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। ২০০৩ সালে Alapan Bandyopadhyay এবং Anup Matilal সম্পাদিত 'The Philosopher's Stone Speeches and Writing of Sir Daniel Hamilton' গ্রন্থটি থেকে স্যার হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় সম্পর্কিত বিভিন্ন চিঠি পত্র আদান-প্রদান ও বক্তৃতা-এর বিষয়ে জানা যায়। ২০০৪ সালে রিডার সার্ভিস থেকে প্রকাশিত Aparna Mandal-এর 'The Sundarbans An Ecological History, 1770-1870' গ্রন্থটি সমগ্র সুন্দরবনের ভৌগোলিক বিবরণ, সেখানে বসবাসকারী মানুষজন, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং তাদের বসতি স্থাপনের সূচনাকাল এমনকি তাদের

সমাজ-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ২০১৭ সালে Routledge Taylor এবং Francis Group থেকে প্রকাশিত Sutapa Chatterjee Sarkar কর্তৃক লিখিত 'The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals'। এখানে তিনি তাঁর লেখার সূচনা করেছেন সুন্দরবনের পুনরুদ্ধারের ইতিহাস ও জরিপ রেকর্ড দিয়ে এবং পুঁথি সাহিত্যে সুন্দরবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সুন্দরবনের ইতিহাসের দুটি বৈচিত্র্যময় দিককে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুতপা চ্যাটার্জী সরকারের এই কাজটিও সামগ্রিকভাবে সমগ্র সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানের রাজনৈতিক এবং আংশিকভাবে দেবদেবীর ইতিহাসকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এছাড়া অতিসম্প্রতি Kaustubh Mani Sengupta and Tista Das সম্পাদিত 'Rethinking the Local in Indian History Perspectives from Southern Bengal' গ্রন্থে, Aviroop Sengupta-র লেখা Tidal Histories-Envisioning the Sundarbans, 1860s-1920 প্রবন্ধটি সুন্দরবনে অতীতে মানুষের বসতি ছিল নাকি ইংরেজ কর্তৃক প্রথম বসতির সূচনা হয়েছিল এই বিতর্কটিকে নতুন ভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি সম্পর্কে যেসব বাংলা গ্রন্থ আমার গবেষণা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে সেগুলির বিষয়ে একবার আলোকপাত করে নেওয়া যেতে পারে। ১৯৬৯ সালে নবজাতক প্রকাশন থেকে প্রকাশিত মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুলের 'কৃষক সভার ইতিহাস' গ্রন্থটি সমগ্র বাংলার কৃষক সভার গঠন এবং তেভাগার আন্দোলনে তাদের অবদানকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৬৯ সালে র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব থেকে প্রকাশিত 'কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙ্গড়ের কৃষক সংগ্রাম, ১৯৪৬-৪৮' গ্রন্থে সুপ্রকাশ রায় দক্ষিণ বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থ কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙড় ও সন্দেশখালির কৃষক বিদ্রোহের এক পূর্ণ দলিল। ১৯৮৭ সালে প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত কুণাল চট্টোপধ্যায়ের 'তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস' থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে

তেভাগা আন্দোলনের সূচনা এবং এর বিস্তার সম্পর্কে বিশদে জানা যায়। জয়ন্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত 'বাংলার 'তেভাগা' সংগ্রাম' গ্রন্থটিও সমগ্র বঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছে। ১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হেমন্ত ঘোষাল কর্তৃক লেখা 'সময় অসময়ের স্মৃতি' তেভাগা আন্দোলনে হেমন্ত ঘোষালের স্মৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে তাঁর নেতৃত্বে ক্যানিং-এর আশে পাশে তেভাগা আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। ১৯৯৯ সালে দে'জ পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত কমল চৌধুরীর লেখা 'চব্বিশ পরগনা-উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন' থেকে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ভূপ্রকৃতি ও নদনদীর পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবনের আলাদা আলাদা পরিচয় পাওয়া যায়। নয়া উদ্যোগ থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত এ. এফ .এম. আব্দুল জলিলের 'সুন্দরবনের ইতিহাস' বাংলাদেশ সুন্দরবনের পাশাপাশি ভারতীয় সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি, প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন জনপদ, গাজী-কালু-চম্পাবতী, মুকুল রায়, বনবিবি ও দক্ষিণ রায় প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবী সম্পর্কে জানা যায়। তবে এর বেশির ভাগটাই বাংলাদেশ সুন্দরবনের অংশ নিয়ে লিখিত হয়েছে। ২০০৪ সালে প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত গোকুল চন্দ্র দাসের সম্পাদনায় রচিত 'চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটি সমগ্র চব্বিশ পরগনার সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে চব্বিশ পরগনার ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়াস। 'ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং' ২০১৭ সালে লোকসখা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত পূর্ণেন্দু ঘোষের এই গ্রন্থটি ক্যানিং শহরের ভৌগোলিক পরিচিতি এবং নদনদীর পাশাপাশি সম্পূর্ণ ক্যানিং অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জনপদ, পোর্ট ক্যানিং, সেখানকার মানুষজন, তাদের সাধন-ভজন, আচার-আচরণ, জীবন ও জীবন প্রবাহ নিয়ে লেখা। এছাড়া শিবশংকর মিত্রের 'সুন্দরবন সমগ্র', দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত 'শ্রীখন্ড সুন্দরবন', সুস্নাত দাশের 'অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম-তেভাগা

আন্দোলন ১৯৪৬-৪৭', সৌমেন দত্তের 'স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবা আখ্যান', শচীন দাশের 'জল-জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন' প্রভৃতি। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি খুবই মূল্যবান যা আমার গবেষণা ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদিও এর বেশিরভাগটাই শুধুমাত্র সুন্দরবন বিষয়ক-সুন্দরবনের পরিবেশ, উদ্ভিদ, প্রাণী অথবা ম্যানগ্রোভ এবং কোনো কোনোটি শুধুমাত্র সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অথবা মৎস্য চাষ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। আবার কিছু কিছু গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশ সুন্দরবন নিয়ে পর্যালোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ ভারতীয় সুন্দরবন, অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ঔপনিবেশিক সময়কাল ও বিভক্ত চব্বিশ পরগনার ইতিহাসকে কালানুক্রমানুসারে সাজিয়ে বর্ণনা করেছে। তবে পোর্ট ক্যানিং এবং এর পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের বহুমুখী বিবর্তন বা তাঁর গড়ে ওঠার ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রমাণ্য গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠেনি, যার দ্বারা বর্তমান ক্যানিং মহকুমাধীন অঞ্চলগুলির অতীত ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তাই ক্যানিং মহকুমার অতীত সম্পর্কে জানতে, তার গড়ে ওঠার ইতিহাসকে জানতে এই গবেষণা নিবন্ধটির মাধ্যমে যেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি সেগুলি হল- ১৮৫৩ সালের পূর্বে এবং পরে ক্যানিং মহকুমার অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে কোনো মানুষের বসবাস ছিল কিনা? যদি না থাকে কেমন করে এখানে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল এবং কেমন ছিল তাদের জনবিন্যাস? ১৮৫৩ সালে কেন ব্রিটিশ সরকার কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীর তীরে বন্দর গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল? বন্দর তৈরীর পিছনের ব্রিটিশ প্রশাসনের অন্য কোনো অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি ছিল কি? বন্দর তৈরীর সূত্রে কেমন করে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল? পরিকল্পনামাফিক হলেও এই উদীয়মান বন্দর কেনই বা ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়েছিল আর বন্দর ধ্বংসের সাথে সাথে কি নগরায়ণের কাজ স্থগিত হয়েছিল? এছাড়া ক্যানিং বন্দর গঠনের

কত পরে বা কবে থেকে ক্যানিংয়ের সুদূর দক্ষিণে গোসাবাতে আবাদ শুরু হয়েছিল? কার হাত ধরে এই আবাদের সূচনা হয়েছিল, এর পিছনে তার কি উদ্দেশ্য ছিল? সর্বশেষ যে প্রশ্নটির মাধ্যমে ১৯৪৭ অবধি ক্যানিং মহকুমার রাজনীতির ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা করেছি তা'হল ১৯৪৬ সালে সমগ্র বাংলায় কৃষকের দাবিকে কেন্দ্র করে যে তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার কি প্রভাব পড়েছিল এই অঞ্চলের উপর? পরবর্তীকালে মহকুমা হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য আলোচ্যপর্বে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছিল।

উপরেল্লিখিত প্রশ্নের সমাধান সন্ধানে যে সমস্ত প্রাথমিক উপাদান যেমন Archival Records, Survey Records, Revenue History, District Handbook সহ সমসাময়িককালের ঔপনিবেশিক অফিসারদের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ আমাকে সাহায্য করেছে। এখানে প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে সমসাময়িক কালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির বিষয়ে উল্লেখের পরে সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও পত্রপত্রিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছি। যেমন ১৮৭৫ সালে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য এবং ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ স্ট্যাটিস্টিকস W. W. Hunter-এর 'A Statistical Account of Bengal -Vol-l, District of the 24 Parganas and Sundarbans' গ্রন্থটি থেকে চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী, জল, জনগণ, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৯৬৩ সালে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' থেকে প্রতাপাদিত্যের সময় থেকে মাতলার অর্থাৎ বর্তমানের ক্যানিং-এর অবস্থান ও তার ইতিহাস জানতে পারি। ১৮৫৮ সালে Mutlah Association-এর হাত ধরে প্রকাশিত 'The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta : Its Progress and Prospect' এবং 'The Port of Calcutta and the Port Of Mutlah' Considered in Connection by A Railway or A Ship Canal' থেকে মাতলা নদীর তীরে যেভাবে পোর্ট

তৈরীর হাত ধরে শহর তৈরীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল এবং কয়েক দিনের মধ্যে যেভাবে সমাপ্তির পথে ধাবিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানা যায়। এছাড়া Frederick Eden Pargiter-এর 'Revenue History of Sundarban 1765-1870' এবং F. D. Ascoli–এর 'A Revenue History of Sundarban Voll-ll 1870-1920' থেকে সরকারের ভূমি পুনরুদ্ধার নীতি সম্পর্কে বিশদ জানা যায়। L. S. S. O'Malley কর্তৃক ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'Bengal District Gazetteer, 24 Parganas' এবং Anil Chandra Lahiri-এর 'Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of 24 Parganas, 1924-1933' এই গ্রন্থ দুটি থেকে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ভৌগোলিক পরিচয়, ইতিহাস, জনগণ, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। West Bengal Co-operative press Ltd. থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'Gosaba Co-Operative Commonwealth: A Lecture, Sir Daniel Hamilton's Sundarban Estate'। ১৯৩২ সালের ২২শে আগস্ট হ্যামিল্টন অবাদ পত্তনের সমসাময়িক স্যার হ্যামিল্টনের বিশ্বস্ত ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়ক S. B. Mazumdar (সুধাংশু ভূষণ মজুমদার) কর্তৃক হ্যামিল্টন আবাদ সম্পর্কিত এই বক্তৃতা হ্যামিল্টন আবাদ সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। S. B. Mazumdar-এর একটি প্রবন্ধ 'Estate Farming in India, Gosaba' ১৯৪২ সালে Indian Farming vol.3, No. II জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিও হ্যামিল্টন আবাদ বিষয়ক প্রাথমিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ের Census Report গুলি দেখার চেষ্টা করেছি।

এরপর প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভ থেকে ১৮২৯-১৮৫৬ সালের Presidency Commissioner Sundarban Records যেটি মূলত চিঠি আদান প্রদানের দলিল ও Revenue Department, Land Revenue Branch এবং Home

Political Department থেকে প্রাপ্ত দলিল থেকেও উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছি। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান এবং গোসাবা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখা হ্যামিল্টন বাংলোর লকার থেকে প্রাপ্ত কিছু দলিল যেগুলি হ্যামিল্টন এস্টেটের সমবায় ও পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের প্রমাণ বহন করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ের জনগণনার রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত বক্তৃতামালার, নাশ্যনাল লাইব্রেরীর মাইক্রোফিল্ম বিভাগ থেকে পুরাতন পত্রিকা, মুজাফফর আহমেদ লাইব্রেরী গণশক্তি ভবন থেকে স্বাধীনতা পত্রিকা, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী থেকে সমসাময়িক কিছু গ্রন্থ প্রভৃতির ভিত্তিতে বর্তমানের ক্যানিং মহকুমার অতীত রূপ এবং তার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা সবার কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমার গবেষণা নিবন্ধটি মূলত ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও আরও চারটি অধ্যায় নিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। অধ্যায় চারটি হল: প্রথম অধ্যায়-ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিবৃত্ত ও জনবিন্যাস; দ্বিতীয় অধ্যায়-পোর্ট ক্যানিং: বিতর্কের মাধ্যমে শহরের উত্থান (১৮৫৩- ১৮৭১); তৃতীয় অধ্যায়-হ্যামিল্টনের আবাদ: স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা (১৯০৩-১৯৪৬) এবং চতুর্থ অধ্যায়-ক্যানিং মহকুমার আঞ্চলিক সংগ্রাম: তেভাগা।

গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায় ‘ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিবৃত্ত ও জনবিন্যাস’-এর মাধ্যমে ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা যেসব অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই সকল অঞ্চলগুলির মধ্যে কেবলমাত্র মেদনমল্ল পরগনাই ব্রিটিশদের চব্বিশ পরগনা জমিদারি এলাকার মধ্যে পড়ত। বাকি অঞ্চলগুলি সেসময় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল নাকি মানুষের বসবাস ছিল এই নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে বিশ্লেষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে

এখানে মানুষের বাস ছিল। বিশেষ করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে প্রতাপাদিত্যের সময় থেকে কিভাবে এই অঞ্চল ইতিহাসের আলোকে এসেছিল সেই বিষয়ে বর্ণনা করেছি। এরপর মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যু কিভাবে অঞ্চলটিকে জনশূন্য করে তুলেছিল এবং ইংরেজদের আগমনের পর ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে বিভিন্ন ভূমি পুনরুদ্ধার নীতি কিভাবে জনশূন্য অঞ্চলকে পুনরায় জনপূর্ণ করে তুলেছিল সে বিষয়টির বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। জনবসতি স্থাপনার এই বিশেষ পর্বে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড়ো জমিদার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি ছাড়াও ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন, রাধামাধব মুখার্জি, মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, নফর পাল চৌধুরী, বিপ্রদাস পাল চৌধুরীর মত লটদার এবং তাদের চকদার, গাঁতিদাররা কেমন করে এসব অঞ্চলের জমি পুনরুদ্ধার করে বসতি গড়ে তুলেছিল (যাদের নামের পরিচয় পাওয়া যায় অঞ্চলগুলির নামের মধ্যে) এইসব বিষয়গুলির বিশদ বর্ণনা এই অধ্যায়টিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া জমি পুনরুদ্ধার কাজে ছোটনাগপুর মালভূমির পাদদেশ থেকে আনীত আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলি এবং তাদের সাফল্যের পথ ধরে পার্শ্ববর্তী জেলা মেদিনীপুর, হুগলি ও বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল থেকে আগত মানুষগুলি এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাতে পরিণত হয়েছিল, যাদের আদমশুমারিগত পরিসংখ্যান তুলে ধরার মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনবিন্যাসকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

পরবর্তী অধ্যায় ‘পোর্ট ক্যানিং: বিতর্কের মাধ্যমে শহরের উত্থান (১৮৫৩-১৮৭১)’ এ উল্লেখ করেছি হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা কলকাতা আন্তর্জাতিক বন্দরের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ব্রিটিশদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে সেই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৩ সালে কলিকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলার তীরে একটি সহায়ক বন্দর গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, যেটি রেলপথ

ও ক্যানেলের মাধ্যমে কলকাতার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। এভাবে কলকাতার সুদূর দক্ষিণে কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীর তীরে বন্দর তৈরীর সূচনা হয়েছিল। আর এই বন্দর তৈরীর সূত্রে তৈরী হয়েছিল শহর। অধ্যায়টিতে বন্দর তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাস ছাড়াও আরও যেসব কারণ তৎকালীন সময়ে চেম্বার অফ কমার্সের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সেগুলিকে বিশদে বর্ণনা করেছি। এরপর বন্দর তৈরীর স্থান নির্ণয়ে কি কারণে মাতলার নিকটবর্তী ৫৪ নম্বর ও ৫০ নম্বর লটটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেই বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করার পর কিভাবে বন্দর এবং তাকে ঘিরে শহর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল সেটি বিশ্লেষণ করেছি। শহর তৈরীর কার্য পরিচলনায় সুন্দরবন কমিশনার কর্তৃক ১৮৬২ সালের জুন মাসে গঠিত ক্যানিং পৌরসভা এবং পৌরসভাকে আর্থিকভাবে সাহায্য দানের জন্য পৌরসভার সদস্য ফার্দিনান্দ শিলার কর্তৃক 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, রিক্লামেশন এন্ড ডগ কোম্পানি লিমিটেডট' নামক যে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অবদান বর্ণনা করেছি। এরপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোম্পানি ও পৌরসভার মধ্যকার বিরোধ কেমন করে মাতলার তীরে শহর তৈরীর স্বপ্নকে অল্প কালের মধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছিল সেই বিষয়টি আলোচনা করে অধ্যায়টি সমাপ্ত করেছি।

গবেষণা নিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায় 'হ্যামিল্টনের আবাদ: স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা (১৯০৩-১৯৪৬)'। এই অধ্যায়ে এমন একজন মানুষের কথা আলোচনা করেছি যিনি তাঁর পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমানের ক্যানিং মহকুমার গোসাবা ব্লকের বেশিরভাগ মানুষের কাছে আজও প্রজাদরদী একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তিনি ছিলেন ম্যাকিনন ম্যাকেনজি কোম্পানির কর্ণধার স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন। অধ্যায়টির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সুন্দরবনের ভূমি বন্দোবস্ত বিধি ১৮৭৯ সালের লার্জ ক্যাপিটালিস্ট রুলস অনুযায়ী হ্যামিল্টন সাহেব কেমন ভাবে গোসাবা, রাঙ্গাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া দ্বীপের ইজারা স্বত্ত্ব

গ্রহণ করেছিলেন। জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ করে তিনি যেসব সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমগ্র গোসাববাসীকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে তুলেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানগুলির বিশদ বর্ণনা করেছি। এছাড়া হ্যামিল্টন সাহেবের এইসব উন্নয়নমূলক কার্য কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্বকে মুগ্ধ করেছিল সেটিও এই অধ্যায়ের মূল বিচার্য বিষয়। এভাবে হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় পরিকল্পনায় ভর করে গোসাবাবাসী একদিন স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পেয়েছিল।

গবেষণা সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় 'ক্যানিং মহকুমার আঞ্চলিক সংগ্রাম: তেভাগা' নামক শিরোনাম নিয়ে তেভাগার বিষয়ে আলোচনা করেছি, কারণ মহকুমার ইতিহাস লিখতে গেলে সেই অঞ্চলের আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তবে আমার আলোচিত সময়পর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে সংঘটিত অন্যান্য আন্দোলনের প্রভাব ব্যতিরেকে কেবলমাত্র তেভাগার প্রভাবটিকে বেশি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছি। অধ্যায়ের শুরুতে দেখিয়েছি কেমন করে ব্রিটিশ কর্তৃক ১৮৫৩ এবং ১৮৭৯ সালের সুন্দরবন ভূমি বন্দোবস্ত আইন দুটি মধ্যস্বত্বভোগী চকদার, গাঁতিদার ও হাওলাদারদের সৃষ্টি করেছিল, যারা জমির প্রকৃত মালিক লটদারদের থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার নিয়ে খাজনা চাপিয়ে দিয়েছিল চাষিদের উপর, যেটি সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থায় ভাগচাষি ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। এখানে দেখিয়েছি ভাগচাষি কারা কেমন করে এদের উদ্ভব হয়েছিল, কারণ এই ভাগচাষির ন্যায় সঙ্গত দাবি ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে তেভাগা আন্দোলনের আকার নিয়েছিল। তবে ভাগচাষির এই আন্দোলন শুরুর আগে কেমন করে ভাগচাষির সমস্যা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এই অধ্যায়টিতে সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ভাগচাষির যন্ত্রণা আন্দোলনের আকার নিত না যদি না বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা এতে অংশগ্রহণ করত তাই গবেষণা নিবন্ধটির এই অধ্যায়ে দেখিয়েছি কেমন করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার উদ্ভব হয়েছিল এবং তারা কেমনভাবে ভাগচাষিদের একত্রিত করে সমগ্র বাংলার ন্যায় সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে তেভাগার ডাক

দিয়েছিল। সর্বশেষে অধ্যায়টির মাধ্যমে আমার গবেষণা অঞ্চল ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে মঠেরদীঘিকে কেন্দ্র করে ক্যানিং ও তার পার্শ্ববর্তী কোন কোন অঞ্চল কেমন ভাবে তেভাগার আঁচে দগ্ধ হয়েছিল, এছাড়া হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পাওয়া গোসাবাবাসী কেমন করে এস্টটের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেছিল সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছি।

সর্বশেষে সমগ্র নিবন্ধটি বিশ্লেষণ করে এটা বলা যেতে পারে যে, জল-জঙ্গল পূর্ণ ক্যানিং অঞ্চল একটি বন্দর তৈরীর সূত্র ধরে বাদাবনের পরিচয় সরিয়ে শহরের রূপ নিতে শুরু করেছিল। আর শহর তৈরীর সূত্রে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষের কোলাহলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল একদিন। এরপর হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায়ের আদর্শ তাদের স্বনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছিল। তাদের একটা আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছিল, যেটি ১৯৪৬ সালে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষণ বিরোধী তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার পথকে সুগম করেছিল। এভাবে একটি অঞ্চল বাদাবন থেকে ধীরে ধীরে তার রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তুলেছিল, যেটি পরবর্তীতে মহকুমা গঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে মহকুমা তৈরীর ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করেছিল।

তথ্যসূত্র

অপ্রকাশিত দলিল

West Bengal State Archive

- Proceeding of Home Political Department, Political Branch, 1937-1941.
- The Presidency Commissioner Sundarbans Record, 1829-1858.
- Proceeding of Board of Revenue, Lower Provinces, 1851-1858.
- Proceeding of General Department, Marine Branch, 1859-1885.
- Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, 1946.
- Proceeding of Revenue Department, Land Revenue Branch, 24th November, 1859, Proceeding No. 44ct, Letter from Presidency Commissionar to Sundarban Commissionar.
- Proceeding of Board of Revenue, Lower Province, Proceeding No 43, 16th June 1862, Letter from Sundarban Commissioner to Presidency Commissioner.
- Proceeding of General Miscellaneous, 1st April 1866, Proceeding No. 41.
- Proceeding of Revenue Department, Land Revenue Branch, File No. 3-L/15(1-2), Progress No., 25-26, February 1909, Letter from F. W. Duke, (Chief Secretary to the Government of Bengal) to the Commissioner of the Presidency Division.

- Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Government of West Bengal, Fill No- 6m-38/47B, of December/48/15-107, Memo No. 1788 (26- L. R.) Calcutta, 1. 3. 1947.
- Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Government of West Bengal, Fill No- 6m-38/47B, of December, Memo No. 242 (confidential), Alipore, 13. 3. 1947.
- Proceeding of Revenue Department, December 1870 and June 1871.
- Proceeding of Home Political Department, Government of India. Fortnightly Report, Bengal, 2nd half of February 1939, File No. 18.2.1939,
- Proceeding of Home Political Department, Report on Lawlessness among raiyats at Gosaba Basirhat, 24 Parganas, Fill No. 3r/29, confidential, Government of Bengal, Proceeding 981-989, March 1939.
- Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Report of the S. D. O Diamond Harbour, File No. IE2/46 Government of Bengal, July 1946.
- R. N. P., Confidential No-30 of 1936, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of March 1936 and No-4 of 1936, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of April, 1936.
- R. N. P., Confidential, No-4 of 1937, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of April, 1937 and No-5 of 1937, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of May, 1937.

Hamilton Estate Paper, Hamilton Bungalow, Gosaba

- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, সুন্দরবন লট নং ১৪৯ হোল্ডিং নং ১২৪, রাঙ্গাবেলিয়া দ্বীপের একটি পাট্টা।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, সভার কার্যবিবরনী বহি, গোসাবা এস্টেট এমপ্লয়াইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে শ্রী রূকো মোল্লা কর্তৃক এস্টেটের ম্যানেজার মহোদয়কে প্রদত্ত একটি দরখস্ত।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ১৮ই জানুয়ারি, ১৯২০ এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ সালের একটি রিপোর্ট, ২৩শে মার্চ, ১৯৩১ সালের একটি রিপোর্ট, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৪ সালের একটি মিটিং, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৬ এবং ৩১শে জুলাই, ১৯৪৬ সালের একটি সেলামি রসিদ, ১৮ই জুলাই, ১৯৪৮ সালের একটি রিপোর্ট, ৫ই জুন, ১৯৪৮ সালের একটি রিপোর্ট,

Rabindranath Tagore Paper, Rabindra Bhavan, Santiniketan

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হামিল্টনকে লেখা চিঠি, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ এবং ২০ই জুন ১৯৩০।
- হ্যামিল্টন সাহেব কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠি, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২।

Official Publication

Settlement Report and other

- Government of Bengal. Report of the Land Revenue Commission Bengal, Vol-II. Alipur: Bengal Government Press, 1940.
- Anil Chandra Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of 24 Parganas, 1924-33. Alipore: Bengal Government press, 1936.

- Paper relating to the Formation of Port Canning, on the Matla River, extending from 27th May, 1853 to 11th March, 1865. Calcutta, 1865.
- Report of the Committee of the Mutlah Association established in February, 1859 with the object of promoting the progress of the Mutlah as an Auxiliary Port. Calcutta: Savielle & Cranenburgh Printers, 1861.

District Gazetteers

- Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Vol-I. Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1909.
- L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, 24-Parganans. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot. 1914.

Census

- H. Beverley, Report of the Census of Bengal, 1872, General Statement 1. B, Details of the Population Classified According to Religion and Sex. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1872.
- J. A. Bourdillon, Report on the Census of Bengal, 1881, Appendix-B. Calcutta: The Bengal Secretariat Press, 1883.
- J. A. Baines, Census of India, A General Report, 1891, Chapter III. Delhi: Manas Publication, 1985, First Print London, 1893.
- E. A. Gait, Census of India, 1901, Vol-VIA, Part-II and Vol-VIB, Part-III. Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902.
- L. S. S. O'Malley, Census of India, 1911, Vol-V, Part-II, Table-IX, Part-A. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1913.

- W. H. Thompson, Census of India, 1921, Vol-V, Part-II, Table-II, Part-A. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1923.
- A. Mitra, Census of India, 1951, District Handbook 24 Parganas. Alipore: West Bengal Government Press, 1954.

Calcutta Gazette

- The Calcutta Gazette, Wednesday, 21st November, 1883, Notification 16th November, 1883, 1020.
- The Calcutta Gazette, Extraordinary Published by Authority, Wednesday, January 22, 1947, Government of Bengal, Legislative Department, Notification No 121L – 21at January, 1947.
- The Calcutta Gazette, Extraordinary Published by Authority, Tuesday, 15th April, 1947, Notification No- 572L-12th April, 1947, 341-392.

সমসাময়িক প্রকাশিত গ্রন্থ, আর্টিকেল(Articals) এবং প্যেমপ্লেট(Pamphlets)

- Frank David Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans from 1870 to 1920. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1921.
- Buddhadeva Bhattacharya, Origin of the Revolutionary Socialist Party. Calcutta: Publicity Concern, 1982. https://www.marxists.org/archive/bhattacharya/1982/origins-rsp/ch01.htma
- J. J. A. Campos, History of the Portuguese in Bengal. Calcutta: Butter Worth & Co. (India) LTD, 1919.
- W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol-1, District of the 24 Parganas and Sundarbans. London: Trubner & co., 1875.

- Ralph Major Smyth, “The Soonderbuns Their Commercial Importance- Statistical and Geographical Report on the 24 Pergunnahs Districts.” The Calcutta Review, Vol- 31(December 1858).
- S. B. Mazumdar, (Sudhangshu Bhusan Mazumdar) “Estate Farming in India, Gosaba”, Indian Farming voll. III, No. II. November, 1942.
- S. B. Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, Sir Daniel Hamilton’s Sundarban Estate. Calcutta: West Bengal co-operative press Ltd, date not mention [n.d].
- R. Palme Dutta, & Ben Bradley, Anti-Imperialist Peoples Fornt in India, The Labour Monthly, Vol. 18, March 1936, No.3, PP. 149-160. https://www.marxist.org/archive/dutt/1936/03/xo/htm
- Frederick Eden Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans from 1765 to 1870. Alipore: Bengal Government Press, 1934.
- The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta: Its Progress and Prospect. Calcutta: Published Under the Auspices of the Mutlah Association, 1858.
- The Port of Calcutta and the Port of Mutlah considered in connection by A Railway or A Ship Canal. Calcutta: Cranenburgh Military Orphan Press, 1858.
- সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত। কলিকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯২২।
- মনসুর হাবিবুল্লাহ, জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংস হোক। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৭।

সহায়ক গ্রন্থ

ইংরেজি

- P. Banerjee, Calcutta and its Hinterland: A Studay of Economic History of India, 1833-1900. Calcutta, Progressive Publishers, 1975.
- Alapan Bandyopadhyay, Anup Matilal (ed). The Philosopher,s Stone Speeches and writing of Sir Daniel Hamilton. Gosaba: Gosaba Estate Trust, 2003.
- Dipankar Bhattacharya, Peasant Movement in Bengal and Bihar, 1936-47. Calcutta: R. B. University Press, 1992.
- J. H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth-Century Bengal. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968.
- Sutapa Chatterjee Sarkar, The Sundarbans Folk Deities, Monstersand Mortals. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017.
- Renue Chakravartty, Communist in India's Women's Movement 1940-1950. New Delhi: Peoples Publication's House, 1980.
- Adrienne Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles in Bengal 1930-1950. Calcutta, New Delhi: K P Bagchi & Company, First Published-1988.
- B. R. Choudhuri, Agrarian Movement in Bengal and Bihar, 1919-1939. in B. R. Nanda (ed) 'Socialism in India'. Delhi: Vikas Publication, 1972.

- A. R. Desai, (ed). Peasant Struggle in India. Delhi: Oxford University Press, First Published 1979 and Paper Back Edition Published 1981.
- Rathindra Nath De, Sundarban. Calcutta: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 1991.
- Krishna Dutta, & Andrew Robinson (ed). Selected Letters of Rabindranath Tegore. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Richard M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760. Berkeley, London: University of California press, 1996.
- P. Greenough, Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44. Oxford and New York, Oxford University Press, 1982.
- Ashok Majumdar, Peasant Protest in Indian Politics: Tebhaga Movement in Bengal. New Delhi: NIB Publishers, 1993.
- A. K. Mandal, & R. K. Ghosh. Sundarban: A Socio Bio-ecological Study. Cornell University: Bookland, 1989, Digitized, January, 2009.
- Rabindra Nath Mondal, The Tebhaga Movement in Kakdwip. Kolkata: Ratna Prakashan, 2001.
- Nilmani Mukharjee, The Port of Calcutta, A Short History. Calcutta: The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968.
- Karuna Mukharjee, Land Reform. Calcutta: H. Chatterjee & Co., 1952.
- Krishnakant Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement (India) No Unemployment No Starvation No Death, Sundarban Famine 1943. Kolkata: Imagine Publication, 2008.
- Satyesh Chakraborty edited. Port of Calcutta 125 Years, 1870-1995. Kolkata: Calcutta Port Trust, 1995.

- Aviroop Sengupta, Tidal Histories Envisioning the Sundarbans, 1860s-1920s, in Kaustubh Mani Sengupta and Tista Das Edited 'Rethinking the Local in Indian History Perspectives from Southern Bengal. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2022.

বাংলা

- বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক। কলকাতা: চিরায়াত, ১৯৭৮।
- বিনয় কোঙার (সম্পা:), তেভাগার সংগ্রাম-ফিরে দেখা। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬।
- হেমন্ত ঘোষাল, সময় অসময়ের স্মৃতি। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।
- হেমন্ত ঘোষাল, বাড়ি পিছু একজন যুবক, একটি লাঠি, নেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি সম্পাদিত 'তেভাগার লড়াই'। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৪।
- বিনয় ঘোষ, বাদশাহী আমল। কলিকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, প্রথম সংস্করণ ৭ই চৈত্র ১৮৭৯শকাব্দ।
- পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং। কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭।
- গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই। দঃ চব্বিশ পরগনা: সেরিবান, ডিসেম্বর ২০০৪।
- সুমিত চক্রবর্তী সম্পাদিত, তেভাগার সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। কলকাতা: ১৯৭৩।
- কুণাল চট্টোপাধ্যায়, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, আগস্ট ১৯৮৭।
- কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

- দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত, শ্রীখন্ড সুন্দরবন। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, নভেম্বর ২০০৪।
- সৌমেন দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবা আখ্যান। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রঃ লিঃ, ২০১০।
- গোকুল চন্দ্র দাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত। কলিকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১।
- গোকুল চন্দ্র দাস, সম্পাদিত, চব্বিশ পরগানার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪।
- শচীন দাশ, জল-জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭।
- রানী দাশগুপ্ত, তেভাগার লড়াইয়ে কৃষক মহিলাদের ভূমিকা, নেওয়া হয়েছে সুমিত চক্রবর্তী সম্পাদিত 'তেভাগার সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ'। কলকাতা: ১৯৭৩।
- পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত 'তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা'। আলিপুরঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, জুন ১৯৭৯।
- সন্তোষ বর্মন সম্পাদিত, 'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন'। কলকাতা: কথা, ২০১২।
- জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বাংলার 'তেভাগা' সংগ্রাম। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, জুলাই ১৯৯৬।
- কালীপদ ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন। গোসাবাঃ স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এস্টেট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯৫৫।
- শশাঙ্ক মন্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন। কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯৯৫।
- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় খন্ড)। কলিকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬।
- বিকাশকান্তি মিদ্যা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থান নাম। কলিকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১০।

- মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস। কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, বাংলা ১৫ই আশ্বিন ১৩৭৬, ইংরেজি ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।
- প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী, আদি গঙ্গার তীরে। কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৮।
- দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খন্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৩৫।

Journals, Pamphlets, Articles and Periodicals

- Debojoyti Das, "Sir Daniel Hamilton's Sentinel Co-operative Society in the Sundarban Delta", Littoral Communities–Bay of Bengal. https://lcbb.macmillan.yale.edu/sir-daniel-hamiltons-sentinel-co-operativesociety-sundarban-delta.
- Susanta Das, Marginal Communities in Peasant Movement: The Sharecropper's Struggle for Tebhaga in North Bengal (1946-1947), Proceeding of the Indian History Congress, 2013, Vol. 74(2013), 640. https://www.jstor.org/stable/44158867.
- মৈত্রী ঘটক, কাকদ্বীপ ১৯৪৬-৫০, নেওয়া হয়েছে মহাশ্বেতা দেবী (সম্পাদিত), 'বর্তিকা' কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলন সংখ্যা, ১৯৮৬।
- সুমিত চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'তেভাগার সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ'। কলকাতা: ১৯৭৩।
- তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ',বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৬। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০শে মে, ১৯৯৭।

দৈনিক পত্রপত্রিকা

- Amrita Bazar Patrika, Monday, 10th March, 1947, Vol. 79, Issue, 70.
- Hindusthan Standard, Monday, 6th January, Thursday, 23rd January, Sunday, 2nd February, Sunday, 9th February, Sunday, 16th Februrary, Sunday, 9th March, Wednesday, 19th March, 1947 and 9th May, 16th July, 1950.
- The Statesman, Saturday, 18th November 1944.
- The Bengal Weekly, Wednesday, 7th March 1945.
- স্বাধীনতা, শনিবার, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৬, এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৭।
- স্বাধীনতা, 22nd November, 1947; 30th November, 47; 11th December, 47; 16th December, 47; 17th December, 47.